বিপ্লব বাবু ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন সে জন্য শুরুতেই উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের বিস্তীর্ন এলাকায় খরা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে, একজন ভারতীয় হয়েও তিনি যে এই চরম সত্যটা অন্তত স্বীকার করেছেন সে জন্য অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা ফারাক্কা নিয়ে কখনোই কোন ভারতীয়ের কাছ থেকে মমতা মাখানো আর্দ্র কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত নই। বিপ্লব বাবুর কোমল কথাবার্তা শুনে মনটা বেশ খানিকটা সিক্ত হয়ে গেছে। ফারাক্কা যে আদৌ বাংলাদেশের কোন সমস্যা সেটা ভারতীয় রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ কোথাও কেউ স্বীকার করেছে এটা কখনোই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশের অযথা কান্নাকাটিতে তারা যে সবসময়ই বিরক্ত সেটাই জেনে এসেছি সবসময়। পানির ন্যায্য হিস্যা চেয়ে বাংলাদেশের কাকুতি মিনতিকে অতি নিষ্ঠুরভাবে ভারত সরকার এবং তার জনগণ উপেক্ষা করে গিয়েছে সেটাই দেখে এসেছি সারা জীবন। বাংলাদেশের প্রাণ বাঁচানোর কাতর আবেদনকে ভারত সবসময় মজার এক খেলা হিসাবেই নিয়েছে বলেই আমরা জানি। নিরুপায় বাংলাদেশ যদিও বা কখনো বাঁচার তাগিদে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি উঠাতে চেয়েছে তখনই ভারত তার বিশালদেহী পালোয়ান সাইজের শরীরের পেশীবহুল হাতের বাইসেপ ফুলিয়ে রোগা- পটকা ক্ষীনকায় বাংলাদেশকে বেশ কড়া করে শাসিয়ে দিয়েছে। ধমক এবং চোখ রাঙ্গানীতে ভয় পাওয়া বাংলাদেশের করুন চেহারা দেখে গর্বিত ভারত বেশ তৃপ্তির অট্টহাসিও হেসেছে। সেই উদ্ধত ভারতেরই একজন গর্বিত স্বনামধন্য ব্যক্তি যখন প্রকাশ্যেই ফারাক্কার ভয়ালরূপ এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির উপর তার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা সবাইকে জানাচ্ছেন তখন আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা অন্তর থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। বিপ্লব বাবু, আপনার এই সদিচ্ছা হতবঞ্চিত বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট পাওনা। বাংলাদেশের মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসায় আপনি যে সিক্ত হবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। বাংলাদেশের মানুষের আর কিছু থাক বা না থাক ভালবাসায় যে কোন কার্পন্য নেই সেটা বোধহয় আপনাকে না বললেও চলবে।

বিপ্লব বাবু, আপনাকে বিনয়ের সাথে একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আপনি হয়তো একাডেমিক পড়াশোনায় খুব বেশী ব্যস্ত থাকায় সামাজিক এবং রাজননৈতিক বিষয়ে খুব বেশি সময় দিতে পারেন নি। তাই এ সকল বিষয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছেন বলেই মনে হচ্ছে আমার কাছে। আপনার হয়তো জানা নেই, ফারাক্কা চালু হওয়ার পরপরই শেখ মুজিবের মত ব্যক্তিত্বও পারেননি ভারতকে এই সর্বনাশা মরণখেলা থেকে নিবৃত করতে। মওলানা ভাসানীর মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদও লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে ফারাক্কা অভিমুখী লং মার্চ করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের সেই সমস্ত আহাজারি, কান্না, আবেদন এবং আকুতি হয়তো সাত আসমান ভেদ করে গিয়েছিল, কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের রাজনীতিবিদ বা জনগণের কানে যে পৌঁছায় নি সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। কারণ দিনের পর দিন ফারাক্কা দিয়ে পানি আসা কমেই গিয়েছে শুধু এরপর।

শুধুমাত্র দুইশ' চিঠি দিয়েই যদি এই সমস্যার সমাধান করা যায় তবে আপনি নিশ্চিত থাকেন যে, দুইশ' নয় আরো অনেক বেশি চিঠিই আপনি পাবেন। বছর বছর বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ফারাক্কার সমাধান চেয়ে অসংখ্য চিঠি গেছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। সেগুলো কোন ডাষ্টবিনে আশ্রয় পেয়েছে তা ভারত সরকারই সবচেয়ে ভাল জানে। আপনি হয়তো আশাবাদী মানুষ তাই খুব বেশি আশা করছেন। তবে আমরা বাংলাদেশের ভুক্তভুগি মানুষেরা খুব ভাল করেই জানি এই সমস্ত চিঠির কতখানি সম্মান ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। যে দেশ এবং তার জনগণ পার্শবর্তী ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর সবুজে শ্যামলিমায় ছাওয়া বিস্তীর্ন এলাকাকে মরুভুমি করে বিকৃত আনন্দ পায় তাদের কাছ থেকে যে কিছু আশা করা যায় না এটুকু বোঝার মত সামান্যতম বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের আছে।

আপনি হয়তো জানেন না, এক সময়কার প্রমত্তা পদ্মায় এখন হাটু পানি। আমার শৈশবের সমৃতিমাখা অতি প্রিয় নদী মধুমতিতে এখন কোন পানি নেই, শুধু বালু আর বালু। ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের এক বিস্তীর্ন এলাকা লবনাক্ততায় ছেয়ে গেছে। তবে সে লবনাক্ততা কতখানি বঙ্গোপসাগরের অবদান আর কতখানি বাংলাদেশের মানুষের নোনা চোখের জলের সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফারাক্কার জল হয়তো পাবো না আমরা, তবে সাগরের আর চোখের নোনা জল নিয়েই যে জীবন কাটবে আমাদের সেটাই মেনে নিয়েছি আমরা।

ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হোক বা না হোক আপনি যে এ বিষয়ে দয়ার্দ্র কিছু কথাবার্তা বলেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাড়াতে চেয়েছেন, সে জন্য আপনাকে আবারো হৃদয়ের গভীর থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবেই আমরা আপনাকে গ্রহন করছি।

ভাল থাকবেন, শুভকামনা রইল।

ফরিদ আহমেদ
উইন্ডজর, ক্যানাডা।